# ফ্যামিলি লাইফ

হায়াত মাহমুদ

বিসমিহি তাআলা

# ফ্যামিলি লাইফ

হায়াত মাহমুদ

শরঈ সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ
মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী

নিয়ন পাবলিকেশন

# কিছু কথা

পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের একটি মৌলিক সংগঠন। এই পরিবারের গঠন কাঠামো যত সুন্দর হবে; পারিবারিক বন্ধনও ততো মজবুত হবে। পরিবারের মজবুতী অর্জনের মৌলিক একক হচ্ছে ভালোবাসা। মহান রাব্বুল আলামিন মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পরিবার গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। পরিবার ছাড়া সমাজ জীবনে শান্তি প্রত্যাশা করা যায় না বরং সমাজে দেখা দেয় বিপর্যয়। একটি পরিবার প্রথমত একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়। এই পরিবার তখনই আদর্শ পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার-আচরণ, উত্তম ব্যবহার, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সহনশীলতা ইত্যাদির সমন্বয় সাধিত হয়।

আজ যদি আমাদের চারপাশের পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাবো অধিকাংশ পরিবারের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। এই অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সমন্বয় সাধন না হওয়া। আর তখনই সেই সংসারে অশান্তির বাতাস সর্বদা প্রবাহমান হয়। একটু তুচ্ছ ঘটনাকেও কেন্দ্র ঘটে যায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা। একটি পোশাককে কেন্দ্র করেও অনেক নারী আত্মহত্যা করেছে ।

অথচ এই নারীদের মধ্যে যদি স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বিরাজ করতো তাহলে এমন জঘন্য অপরাধ আত্মহত্যা বেছে নিতে পারতো না। পক্ষান্তরে বহু পুরুষ আছে যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বদা চাপপ্রয়োগ ও অত্যাচার চালিয়ে যায়। এদের নিষ্ঠুরতা খুবই ভয়াবহ। বছরের পর বছর সংসার করে যায় কিন্তু তাদের মনের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা খুজেঁ পায় না। সবসময় বিরাজ করতে থাকে অস্থিরতা। কিছু পুরুষের স্বভাব হলো তাঁর স্ত্রীর দোষ খুঁজে বের করা।

অথচ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের দোষ তো খুঁজেই বেড়াতেন না বরং যদি কোনো ভুল দেখতেন তাহলে তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। তিনি পারিবারিক কাজেও স্ত্রীদেরকে সহায়তা করতেন। নবি মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় Sacrifice ও Compromise করে চলতেন; যাতে করে পরিবারের মধ্যে সুখ-শান্তি প্রবাহমান থাকে। কিছু পুরুষ মনে করেন– যেহেতু তিনি পরিবার পরিচালনা করেন তাই তিনি স্ত্রীর উপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

আর মহান আল্লাহ কি নির্দেশ দিয়েছেন তা একটু অবলোকন করুন; "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক" এ কারণে যে– আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত; তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাজতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হেফাজত করেছেনে।

আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান। (সূরা আন নিসা : ৩৪)

বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারের মধ্যে দেখা যায় অশান্তি আর দ্বন্ধ-কোলাহল। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কখনো কখনো দেখা যায় স্ত্রী পরিবারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিতে চায় আর এই সব বিষয় নিয়েও পরিবারের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা পরিবারের কর্তৃত্বের দায়িত্ব পুরুষের উপরে অর্পণ করেছেন। আর যেসব স্ত্রীলোক; যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। আল্লাহ তাআলা সংশোধনের জন্য পুরুষদেরকে যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। অর্থাৎ– স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশঙ্কা দেখা দেয় তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হল যে– নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়; তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। তারপর যদি তাতেও সংশোধন না হয়, তবে মৃদুভাবে মারবে, তিরস্কার করবে। আর তার সীমা হল এই যে– শরীরে যেন সে মারধরের প্রতিক্রিয়া কিংবা যখম না হয়।
কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেননি বরং তিনি বলেছেন– *'ভালো লোক এমন করে না'*। যাইহোক– এ সাধারণ মারধরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়; তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষ খোঁজাখুঁজি করো না বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর।

আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোনো উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোনোরকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ– তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ো না। আর জেনে রেখো আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

অন্য বর্ণনায় এসেছে– এক সাহাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন–

> *"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তাঁর স্ত্রীর কি হক আছে? রাসূল বললেন– তুমি খেতে পেলে তাকেও খেতে দেবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধেয় বস্ত্র দেবে, তাঁর চেহারায় মারবে না এবং তাকে কুৎসিত বানাবে না, তাকে পরিত্যাগ করলেও ঘরের মধ্যেই রাখবে।"*[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তম ব্যবহার, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে বৈবাহিক জীবনের মধুরতা অর্জন করেছেন। বর্তমান সময়ে দেখা যায় পারিবারিক জীবনে অশান্তির একটি মূল কারন হচ্ছে নৈতিক চরিত্রহীনতা। তাইতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> *"তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।"*[২]

একটি পরিবারে একজন পুরুষ অবস্থান হচ্ছে যথাক্রমে; পিতামাতার সন্তান, ভাইবোনের প্রিয় ভাই, তাঁর স্ত্রীর প্রিয়তম স্বামী, সন্তানের বাবা এবং ছেলের বউয়ের শ্বশুর। অপরদিকে একজন নারীর অবস্থান হচ্ছে– তাঁর স্বামীর প্রিয়তমা স্ত্রী, সন্তানের জননী,শাশুড়ি ইত্যাদি। অতএব নারী ও পুরুষ উভয়ে যখন যেই অবস্থানে থাকে তারা যদি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যথাযথ ভাবে পালন করে। তাহলে পারিবারিক জীবন হয়ে উঠবে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধিময়। আর যদি

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ২১৪২।
[২] জামে তিরমিজি, হাদিস নং : ২১৪২।

# সূচিপত্র


## স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বসমূহ

ক. স্বামীর ঘর সংরক্ষণ /১৪
খ. নিজের সতীত্ব বজায় রাখা /১৫
গ. জিদ ও হঠকারিতা পরিহার /১৫
ঘ. হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় স্বামীর অভ্যর্থনা /১৬
ঙ. স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা /১৭
চ. যৌন তৃপ্তিদান /১৮
ছ. ইবাদত পালনে পারস্পারিক সহযোগিতা /১৯
জ. স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন /২১
ঝ. স্বামীর আনুগত্য করা /২১
ঞ. স্বামীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া /২২

## স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্বসমূহ

ক. উত্তমভাবে জীবন-যাপন /২৫
খ. খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা /২৬
গ. উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা /২৮
ঘ. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ /২৮
ঙ. ইসলামি জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা /৩৯
চ. মোহরানা আদায় /৩২
ছ. স্ত্রীর সম্পদের প্রতি লোভ না করা /৩৩
জ. ক্ষমার মানসিকতা রাখা /৩৪
ঝ. স্ত্রীর গোপন কথা বাহিরে প্রকাশ না করা /৩৫
ঞ. নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা /৩৬
ট. সুন্দর ব্যবহার অফুরন্ত সু ফলদায়ক /৩৮
ঠ. মন্দ স্বভাব ঝেড়ে ফেলুন /৪২
ড. সুন্দর কথার প্রভাব /৪৩
ঢ. স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে সম্মান করা /৪৪

## পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

ক. দয়া করা /৪৭
খ. আনুগত্য করা /৪৮
গ. উত্তম জীবনযাপন করা /৪৯

ঘ. নরম সুরে কথা বলা /৫০
ঙ. বৃদ্ধ বয়সে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দেয়া /৫১
চ. প্রাণ ভরে দুআ করা /৫২
ছ. অর্থ ব্যয় করা /৫৩
জ. পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন /৫৪
ঝ. মায়ের প্রতি অধিক দায়িত্ব পালন /৫৫
ঞ. পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া /৫৬
ট. স্ত্রীর ওপর পিতামাতাকে প্রাধান্য দেয়া /৬৪
ঠ. পিতামাতাকে গালি না দেয়া /৬৮

## সন্তানরে প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব

**পিতার দায়িত্বসমূহ :**
ক. আযান ও ইকামত শোনানো /৭১
খ. সুন্দর নাম রাখা /৭১
গ. আকিকা করা /৭৪
ঘ. খাতনা করা /৭৫
ঙ. ইসলামি জ্ঞান শিক্ষাদান /৭৫
চ. উন্নত চরিত্র শিক্ষাদান /৭৮
ছ. রিযিক অন্বেষণ /৭৮
জ. সন্তানরে জন্য উত্তম দুআ করা /৭৯
ঝ. বিবাহ প্রদান /৮০
ঞ. ধর্মের পথে পরিচালিত করা /৮৪
ট. সন্তানরে নিরাপত্তা বিধান /৮৫
ঠ. আর্দশ শিক্ষা দান /৮৫
ঢ. সমতা বিধান /৮৭

**মাতার দায়িত্বসমূহ :**
ক. র্গভাবস্থায় /৯০
খ. দুধ পান করানো /৯০
গ. পিতৃহীন সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করা /৯১
ঘ. উত্তম উপদেশ দেয়া /৯১
ঙ. চরিত্র গঠন /৯১
চ. সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাদান /৯৩

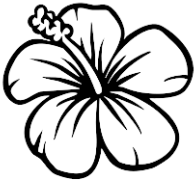

এই মহাবিশ্ব এক বিশাল কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসের জন্য গতি, কর্মোদ্যম, তৎপরতা ও একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দলাভ করে, কখনো দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার সম্মুখীন হয়। ফলে তাঁর প্রয়োজন সুখ-দুঃখের মুহূর্তে এক অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথী। যেন তাঁর আনন্দে সেও সমান আনন্দলাভ করে। আর তাঁর দুঃখ ও বিপদআপদের সময় যেন সমান অংশীদার হয়। একজন নারীই হতে পারে পুরুষের বিশস্ত দরদি বন্ধু ও খাঁটি জীবন সঙ্গিনী। আর একজন পুরুষই হতে পারে নারীর পরম বিশস্ত সহযোগী, সহযাত্রী, একান্ত শান্তিবিধায়ক আশ্রয়। মূলত পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর সমোঝোতার উপর। একে অপরের দায়িত্ব ও কর্বত্য যথাযথ ভাবে আদায় করার ফলে গড়ে উঠে সুন্দর পারিবারিক জীবন।

কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ পরিবারে সুখ-শান্তির পরিবর্তে দ্বন্দ্ব-কলহ নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে। এর কারণ; স্বামী তার স্ত্রীর হক যথাযথ ভাবে আদায় করে না এবং স্ত্রী তার স্বামীর হকসমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করার চেষ্টা করে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি স্ব স্ব জায়গা থেকে তাদের দায়িত্ব ও কর্বত্য যথাযথ ভাবে আদায় করার চেষ্টা করে। তাহলে দাম্পত্য জীবনে নেমে আসবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত, বরকত, অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধির ফোয়ারা।

◆◆◆

## ক. স্বামীর ঘর সংরক্ষণ

স্ত্রী হলো তার স্বামীর ঘরের রাণী। স্বামী তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য ঘরের বাইরে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। স্বামীর অবর্তমানে ঘর গুছিয়ে রাখা, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সন্তানদের পরিচর্যা ইত্যাদি কাজগুলো সুচারুভাবে পালন করবে স্ত্রী।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন–

> “তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক; সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।”[৩]

একজন স্ত্রী মাত্রই তার স্বামীর ঘরের সংরক্ষণকারিণী। সে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানের লালন-পালন ও সকল ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্ত্রী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঐ সকল সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না। যেসব সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে স্বামী কর্তৃক অনুমতি নেই এবং যা ব্যয় করলে স্বামী অসন্তুষ্ট হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> সবচেয়ে উত্তম নারী হলো ওই স্ত্রী; যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশী করে। তাকে নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে হেফাজত করে।[৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে; আবু উমামা আল-বাহিলী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

> “স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করবে না। লোকজন বললো– ইয়া রাসুলুল্লাহ! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন– তা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদভুক্ত।”[৫]

---

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ২৪০৯।
[৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮, মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং :২/১৬১।
[৫] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৯৫।

## ক. উত্তমভাবে জীবনযাপন

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব হলো– স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, কখনো স্ত্রীকে ঘৃণা না করা।

সাহল ইবনু মুআয রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে তাঁর পিতা বর্ণনা করেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> “যে ব্যক্তি তাঁর রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে ডেকে নিবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য হতে তাঁর পছন্দমত যে কোনো একজনকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন।”[৬]

আহা! বহু পুরুষ লোক এমন যে– স্ত্রীর সামান্য অন্যায় হলেই মারধর করে শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। সমাজের বহু নারীর জীবন নির্দয় পুরুষের হাতে বিপন্ন। প্রতিটি নারী হলো তার পিতামাতার এক একটি মুক্তো। আর এই মুক্তোগুলো পিতামাতা অন্য একটি ছেলের হাতে তুলে দেয় সযত্নে আগলে রাখতে। যখনই মুক্তোর সুন্দর ভাবে পরিচর্যা করা হয় না তখনই মুক্তো ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যায়। আবার এই মুক্তোর উপর যদি আঘাত হানা হয় তাহলে তা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে। আর এই মুক্তো থেকে সুফল পেতে হলে তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করা একান্ত জরুরী। ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।”[৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

> “মুমিনগণকে তুমি দেখবে তাদের দয়া, ভালবাসা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে এক শরীরের ন্যায়। যার এক অংশে ব্যথা হলে তার সারা শরীর নির্ঘুম ও জ্বরে ভোগে।”[৮]

স্ত্রী যেমন স্বামী রোগাক্রান্ত অথবা মানসিকভাবে দুশ্চিন্তায় পড়লে সেবা-শুশ্রূষা ও শান্তনা দিয়ে পাশে থাকে।

---

[৬] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৭৭।
[৭] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৯৭৭।
[৮] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬০১১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৬।

## ক. দয়া করা

সন্তানের উচিত তাদের পিতামাতার অবদানের কথা স্বরণ করে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাদের প্রতি ইহসান করা। করুণার হাত সর্বদা তাদের প্রতি প্রসারিত করা। মহা গ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

> “আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে– তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।”[৯]

অর্থাৎ– আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে একমাত্র তারই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর পিতামাতার প্রতি আদব, সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে ফরজ করেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা নিজের শোকর এর সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন।

বলা হয়েছে– আমার শোকর করো এবং পিতামাতারও।”[১০]

এতে প্রমাণিত হয় যে– আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব।

হাদিসে এসেছে– কোনো এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো– আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন– “সময় মতো সালাত পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলো, এরপর কোনো কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন– পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।”[১১]

তাছাড়া বিভিন্ন হাদিসে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবা যত্ন করার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

---

[৯] সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩।
[১০] সূরা লুকমান : ১৪।
[১১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৭৩৩৪।